একবিংশতি অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণের বংশীধ্বনির মহিমা কীর্তন

শরতের আগমনে বৃন্দাবনের মনোরম অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং বংশীধ্বনি শ্রবণে অল্পবয়স্ক গোপীগণের গীতের প্রশংসা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম এবং তাঁদের গোপবালক সখারা যখন গোচারণের জন্য বনে প্রবেশ করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন। গোপীগণ সেই মনোরম বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বুঝতে পারলেন যে, কৃষ্ণ বনে প্রবেশ করেছেন। তখন তাঁরা পরস্পরের কাছে ভগবানের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করতে লাগলেন।

গোপীগণ বললেন, "বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে বনে গমন দর্শন করাই দুই চোখের পরম সার্থকতা। এই বাঁশি এমন কোন্ পুণ্য অর্জন করেছিল যে, অনায়াসে সে শ্রীকৃষ্ণের অধরের সুধামৃত পান করতে সক্ষম হচ্ছে—যে আশীর্বাদ আমাদের মতো গোপীগণের পক্ষেও লাভ করা দুর্লভ? শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে ময়ূরগণ নৃত্য করছিল, আর তাদের দেখে অন্যান্য সকল প্রাণী অভিভূত হয়ে পড়ল। বিমানে আকাশে ভ্রমণরত দেবীগণ কন্দর্পে পীড়িতা হয়ে তাঁদের বসন স্খলিত হল। গাভীগণ কর্ণ বিস্তার করে সেই বংশীধ্বনির অমৃত পান করতে থাকল এবং তাদের বৎসরা মাতৃস্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ মুখে নিয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পাখিরা বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নিয়ে আবিষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে তাদের চক্ষু মুদ্রিত করল। প্রবাহিত নদীগুলি কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী আকর্ষণে আকুলিত হল এবং তাদের প্রবাহ স্তব্ধ করে, তাদের তরঙ্গরূপ ভুজ দ্বারা কৃষ্ণের পাদপদ্ম আলিঙ্গন করল, আর মেঘেরা তখন সূর্যের তাপ থেকে কৃষ্ণের মস্তকে ছায়া প্রদানের জন্য ছাতার মতো সেবা করছিল। শবর উপজাতির আদিবাসী রমণীগণ ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শে কুমকুম রঞ্জিত তৃণগুল্ম দর্শন করে, তাদের কন্দর্প-পীড়া উপশম করার জন্য সেই কুমকুম তাদের স্তন ও মুখে লেপন করল। গোবর্ধন পর্বত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করার জন্য তৃণ, বিবিধ ফল ও কন্দমূল নিবেদন করল। সমস্ত স্থাবর প্রাণীগণ জঙ্গম প্রাণীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করছে, আর সমস্ত জঙ্গম প্রাণীগণ স্থাবর প্রাণীগণের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করছে। এই বিষয়গুলি সবই অত্যন্ত বিস্ময়কর।"

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা ।
ন্যবিশদ্ বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এভাবে; **শরৎ**—শরৎ ঋতুর; **স্বচ্ছ**—স্বচ্ছ; **জলম্**—জলযুক্ত; **পদ্ম-আকর**—পদ্ম ফুলে পূর্ণ সরোবর থেকে; **সু-গন্ধিনা**—সুগন্ধের দ্বারা; **ন্যবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **বাতম্**—চলাচলকারী; **স**—সহ; **গো**—গাভীসকল; **গোপালকঃ**—এবং গোপবালকগণ; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এভাবেই বৃন্দাবনের অরণ্য শরৎকালীন স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ ছিল এবং নির্মল সরোবরে উৎপন্ন পদ্ম ফুলের সুগন্ধযুক্ত বায়ুর দ্বারা সুশীতল হয়েছিল। অচ্যুত ভগবান তাঁর গাভী ও গোপবালক সখাদের সঙ্গে সেই বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্ ।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ২ ॥

কুসুমিত—পুষ্পিত; **বন-রাজি**—বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে; **শুষ্মি**—মত্ত; **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর সহ; **দ্বিজ**—পক্ষিগণের; **কুল**—ঝাঁক; **ঘুষ্ট**—নিনাদিত করে; **সরঃ**—সরোবরগুলি; **সরিৎ**—নদীসকল; **মহীধ্রম্**—এবং পর্বতসমূহ; **মধু-পতিঃ**—মধুপতি (কৃষ্ণ); **অবগাহ্য**—প্রবেশ করে; **চারয়ন্**—চারণ করতে করতে; **গাঃ**—গাভীদের; **সহ-পশু-পাল-বলঃ**—গোপবালকগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে; **চুকূজ**—বাজালেন; **বেণুম্**—তাঁর বংশী।

অনুবাদ

বৃন্দাবনের সরোবর, নদী ও পর্বতসকল মত্ত ভ্রমর এবং পুষ্পিত বৃক্ষে বিচরণশীল পক্ষিকুলের ধ্বনিতে নিনাদিত ছিল। গোপবালকগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে মধুপতি (শ্রীকৃষ্ণ) সেই বনে প্রবেশ করলেন এবং গোচারণকালে তাঁর বংশী বাজাতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

চুকুজ বেণুম্ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বংশীর ধ্বনিকে বৃন্দাবনের বহুবর্ণময় পাখিদের মনোরম ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন। এভাবেই এক অপ্রতিরোধ্য স্বর্গীয় ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ৩

তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্ ।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই; **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজনারীগণ; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **বেণু-গীতম্**—বংশীর গীত; **স্মর-উদয়ম্**—যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে; **কাশ্চিৎ**—তাঁদের কেউ কেউ; **পরোক্ষম্**—গোপনে; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **স্ব-সখীভ্যঃ**—তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে; **অন্ববর্ণয়ন্**—বর্ণনা করেছিলেন।

অনুবাদ

অল্পবয়স্কা ব্রজনারীগণ যখন কৃষ্ণের বংশীর গীত শ্রবণ করলেন, যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে, তখন তাঁদের কেউ কেউ গোপনে তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে কৃষ্ণের গুণসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ৪

তদ্ বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্ ।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই; **বর্ণয়িতুম্**—বর্ণনা করতে; **আরব্ধাঃ**—শুরু করে; **স্মরন্ত্যঃ**—স্মরণ করে; **কৃষ্ণ-চেষ্টিতম্**—কৃষ্ণের কার্যাবলী; **ন আশকন্**—তাঁরা পারলেন না; **স্মর-বেগেন**—কামদেবের বেগের দ্বারা; **বিক্ষিপ্ত**—বিক্ষিপ্ত; **মনসঃ**—যাঁদের মন; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

গোপীগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, কিন্তু যখন তাঁর কার্যাবলী তাঁরা স্মরণ করছিলেন, হে রাজন্, তখন কামদেবের বেগে তাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁরা আর বলতে পারলেন না।

শ্লোক ৫

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্ বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্ ।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়াপূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥ ৫ ॥

বর্হ—ময়ূরপুচ্ছ; **আপীড়ম্**—তাঁর মস্তকের ভূষণরূপে; **নট-বর**—শ্রেষ্ঠ নর্তকদের; **বপুঃ**—অপ্রাকৃত দেহ; **কর্ণয়োঃ**—কর্ণদ্বয়ে; **কর্ণিকারম্**—একটি বিশেষ রকমের নীল পদ্মের মতো পুষ্প; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **বাসঃ**—বসন; **কনক**—স্বর্ণের মতো; **কপিশম্**—পীত; **বৈজয়ন্তীম্**—বৈজয়ন্তী নামক; **চ**—এবং; **মালাম্**—মালা; **রন্ধ্রান্**—ছিদ্রসমূহকে; **বেণোঃ**—তাঁর বাঁশির; **অধরা**—তাঁর অধরের; **সুধয়া**—অমৃতের দ্বারা; **আপূরয়ন্**—পূরণ করতে করতে; **গোপ-বৃন্দৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **বৃন্দা-অরণ্যম্**—বৃন্দাবনের অরণ্য; **স্ব-পদ**—তাঁর পাদপদ্মের চিহ্নের দ্বারা; **রমণম্**—মনোরম; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গীত**—গীত হয়ে; **কীর্তিঃ**—তাঁর মহিমাসকল।

অনুবাদ

মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণ, কর্ণদ্বয়ে নীল কর্ণিকার পুষ্প, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল পীত বসন এবং বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় নটবর রূপ প্রদর্শন করে তাঁরই পদচিহ্নের দ্বারা শোভিত বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর বেণু-রন্ধ্রসমূহ তাঁর অধরামৃত দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন, আর গোপবালকেরা তখন তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লিখিত কৃষ্ণের সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলীই গোপীরা স্মরণ করেছিলেন। কৃষ্ণের শিল্পকুশলী সজ্জা এবং তাঁর কর্ণদ্বয়ে স্থিত সুন্দর নীল পুষ্প গোপীদের ভাবপ্রবণ আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করেছিল, আর যখন তিনি তাঁর বংশীর রন্ধ্রে তাঁর অধরামৃত বর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁরা কেবলই কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভাবোচ্ছ্বাসে নিজেদের একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৬

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্বভূতমনোহরম্ ।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥ ৬ ॥

ইতি—এভাবেই; **বেণু-রবম্**—বংশীধ্বনি; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সর্বভূত**—সকল প্রাণীর; **মনঃ-হরম্**—মন হরণ করে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ব্রজস্ত্রিয়ঃ**—ব্রজের নারীগণ; **সর্বাঃ**—তাঁদের সকলে; **বর্ণয়ন্ত্যঃ**—বর্ণনা করতে শুরু করলেন; **অভিরেভিরে**—পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, ব্রজের অল্পবয়স্ক নারীগণ যখন সমস্ত প্রাণীর মন হরণকারী কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন আর তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

ইতি শব্দটির দ্বারা এখানে নির্দেশ করা হয়েছে যে, কৃষ্ণস্মরণ দ্বারা বাকরুদ্ধ হওয়ার পর স্থৈর্য ফিরে পেয়ে, গোপিকারা এভাবেই উচ্ছ্বাসপূর্ণভাবে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেমন কতক গোপী ভাবাবেগ প্রকাশ করতে শুরু করলেন এবং অন্য গোপীরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, তাঁরাও তাঁদের হৃদয়ে একই প্রেমময়ী উচ্ছ্বাসের অংশীদার। অল্পবয়স্ক কৃষ্ণের প্রতি মাধুর্য প্রেমে অভিভূত হয়ে, তাঁরা তখন একে অপরকে আলিঙ্গন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৭

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীগণ বললেন; **অক্ষণ্বতাম্**—যাঁদের চোখ আছে তাঁদের; **ফলম্**—ফল; **ইদম্**—এই; **ন**—না; **পরম্**—অন্য; **বিদামঃ**—আমরা জানি; **সখ্যঃ**—হে সখীগণ; **পশূন্**—গাভীগণ; **অনুবিবেশয়তোঃ**—বন থেকে বনান্তরে প্রবেশ করেন; **বয়স্যৈঃ**—তাঁদের সমবয়সী সখাদের সঙ্গে; **বক্ত্রম্**—মুখমণ্ডল; **ব্রজ-ঈশ**—নন্দ মহারাজের; **সুতয়োঃ**—পুত্রদ্বয়ের; **অনুবেণু-জুষ্টম্**—বংশী ধারণ করেন; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **নিপীতম্**—পান করেন; **অনুরক্ত**—অনুরাগযুক্ত; **কটাক্ষ**—কটাক্ষ; **মোক্ষম্**—নিক্ষেপ করে।

অনুবাদ

গোপিকারা বললেন—"হে সখিগণ, যে সমস্ত চক্ষু নন্দ মহারাজের দুই পুত্রের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তারা নিঃসন্দেহে ধন্য। কারণ এই দুই পুত্র তাঁদের সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁদের সম্মুখে গাভীদের চালনা করে বনে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুখে বংশী ধারণ করেন ও ব্রজবাসীদের প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়ে কটাক্ষপাত করেন। তাই যাঁদের চক্ষু আছে, আমরা মনে করি তাঁদের কাছে এর থেকে শ্রেষ্ঠতর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*আদিলীলা* ৪/১৫৫) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে ভাষ্যদান করছেন—"গোপীরা বলতে চেয়েছেন, 'হে সখীগণ, এই জড় জগতে তোমরা যদি কেবলমাত্র সংসার জীবনের শৃঙ্খলেই অবস্থান কর, তোমাদের আর কি বা দর্শন করার থাকে? স্রষ্টা আমাদের এই চক্ষু দুটি দান করেছেন, তাই চল আমরা পরম অদ্ভুত দ্রষ্টব্য কৃষ্ণকে দর্শন করি।"

গোপীরা সচেতন ছিলেন যে, তাঁদের মায়েরা অথবা অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাঁদের এই ভাবপ্রবণ কথাবার্তা শুনে ফেলে তা অনুমোদন না করতেও পারেন, তাই তাঁরা বললেন, *অক্ষণ্বতাং ফলম্*—"কৃষ্ণ কেবলমাত্র আমাদের দর্শনের লক্ষ্য নন, তিনি সমস্ত ব্যক্তিরই দর্শনের লক্ষ্যস্বরূপ।" পক্ষান্তরে, গোপীরা ইঙ্গিত করেছিলেন যে, যেহেতু কৃষ্ণ সকলেরই প্রেমের পরম বিষয়, তা হলে তাঁরা কেন তাঁকে চিন্ময় ভাবাবিষ্ট হয়ে ভালবাসতে পারবেন না?

আচার্যগণের মতানুসারে বিভিন্ন গোপী এভাবেই নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহের (শ্লোক ১৯ পর্যন্ত) একটি করে শ্লোক বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্বচ গায়মানৌ ॥ ৮ ॥

চূত—একটি আম গাছের; **প্রবাল**—নবীন পল্লব; **বর্হ**—ময়ূরপুচ্ছ; **স্তবক**—পুষ্পগুচ্ছ; **উৎপল**—উৎপল; **অব্জ**—এবং পদ্মের দ্বারা; **মালা**—মালার দ্বারা; **অনুপৃক্ত**—

সংলগ্ন; **পরিধান**—তাঁদের বসন; **বিচিত্র**—অত্যন্ত বৈচিত্র্য সহ; **বেশৌ**—সজ্জিত হয়ে; **মধ্যে**—মধ্যে; **বিরেজতুঃ**—তাঁরা দুজন শোভিত হলেন; **অলম্**—অত্যুৎকৃষ্টরূপে; **পশুপাল**—গোপবালকদের; **গোষ্ঠ্যাম্**—সভার মধ্যে; **রঙ্গে**—একটি মঞ্চের উপরে; **যথা**—ঠিক যেন; **নট-বরৌ**—শ্রেষ্ঠ নর্তকযুগল; **ক্বচ**—কখনও; **গায়মানৌ**—নিজেরাই গান করে।

অনুবাদ

যার উপর তাঁদের পুষ্পমালা সংলগ্ন ছিল, সেই মনোরম বিচিত্র বসন পরিধান করে এবং ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল, পদ্ম, নবীন আম্রপল্লব ও পুষ্প-মুকুলগুচ্ছের দ্বারা নিজেদের ভূষিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সভার মধ্যে অত্যুৎকৃষ্টরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখতে ঠিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত দুই শ্রেষ্ঠ নর্তকের মতো মনে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাঁরা গান করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করতে করতে গোপীগণ তাঁদের ভাবাবেগজনিত গান গাইছিলেন। কৃষ্ণ যেখানে তাঁর লীলা অনুষ্ঠান করছিলেন, গোপীরা সেই বনে যেতে চেয়েছিলেন, আর সেখানে লুকিয়ে থেকে লতাগুল্মের পাতার ফাঁকে উঁকি মেরে গোপবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের অদ্ভুত নৃত্য-গীত দর্শন করতে চেয়েছিলেন। সেটিই ছিল তাঁদের অভিলাষ, কিন্তু যেহেতু তাঁরা যেতে পারেননি, তাই তাঁরা প্রেমময়ী ভাবোচ্ছ্বাসে এই গীত গেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্
দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্যাঃ ॥ ৯ ॥

গোপ্যঃ—হে গোপীগণ; **কিম্**—কি; **আচরৎ**—আচরণ করেছে; **অয়ম্**—এই; **কুশলম্**—কল্যাণকর কার্য; **স্ম**—নিঃসন্দেহে; **বেণুঃ**—বাঁশি; **দামোদর**—শ্রীকৃষ্ণের; **অধর-সুধাম্**—অধরের অমৃত; **অপি**—এমন কি; **গোপিকানাম্**—গোপিকাদের; **ভুঙ্‌ক্তে**—উপভোগ্য; **স্বয়ম্**—স্বতন্ত্রভাবে; **যৎ**—যার থেকে; **অবশিষ্ট**—অবশেষ; **রসম্**—রস; **হ্রদিন্যঃ**—নদীসকল; **হৃষ্যৎ**—উল্লাস অনুভব করে; **ত্বচঃ**—যাদের দেহগুলি; **অশ্রু**—অশ্রু; **মুমুচুঃ**—বর্ষণ করে; **তরবঃ**—বৃক্ষসমূহ; **যথা**—ঠিক যেমন; **আর্যাঃ**—বৃদ্ধ পূর্বপুরুষগণ।

অনুবাদ

হে গোপীগণ, স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের অধরামৃত উপভোগ করার জন্য এই বংশী এমন কী মঙ্গলজনক কার্যের অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ অমৃত যাঁদের উপভোগ্য, সেই আমাদের গোপিকাদের জন্য কেবলমাত্র রস অবশিষ্ট রেখেছে! এই বংশীর পূর্বপুরুষ বাঁশ গাছগুলি আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করছে। যার তীরে বাঁশ জন্মগ্রহণ করেছে, তার মাতা সেই নদী আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করে এবং তাই সে বিকশিত পদ্ম ফুলের দ্বারা রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*অন্ত্যলীলা* ১৬/১৪০) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

বাহ্যিকভাবে নির্গত রসের মধ্য দিয়ে, বাঁশ গাছেরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সন্তানকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উন্নত স্তরের ভক্ত বাঁশরীরূপে দর্শন করে ভাবে অভিভূত হয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেছিল।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী একটি ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—গাছেরা কাঁদছিল কারণ তারা নিজেরা কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতে অসমর্থ হওয়ার ফলে অসুখী ছিল। কেউ হয়ত আপত্তি করে বলতে পারে যে, রাজার সঙ্গে একটি ভিখারীর সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য অবশ্যই সে যেমন শোক করে না, তেমনই বৃন্দাবনের গাছেদেরও তাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব কিছুর জন্য শোক করা উচিত নয়। কিন্তু সেই গাছেরা ছিল প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান মানুষের মতো যারা জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হতে না পারার জন্য কষ্টভোগ করে। এভাবেই সেই গাছেরা কাঁদছিল কারণ তারা কৃষ্ণের অধরামৃত লাভ করতে পারেনি।

শ্লোক ১০

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি ।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥ ১০ ॥

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন; **সখি**—হে সখী; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **বিতনোতি**—বিস্তার করছে; **কীর্তিম্**—কীর্তিসমূহ; **যৎ**—কারণ; **দেবকী-সুত**—দেবকীনন্দনের; **পদ-অম্বুজ**—পাদপদ্ম থেকে; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **লক্ষ্মি**—সম্পদ; **গোবিন্দ-বেণুম্**—গোবিন্দের বেণু; **অনু**—শ্রবণ করে; **মত্ত**—মত্ত; **ময়ূর**—ময়ূরদের, **নৃত্যম্**—নৃত্যরত; **প্রেক্ষ্য**—দর্শন

করে; **অদ্রি-সানু**—পাহাড়ের চূড়ার উপর; **অবরত**—অভিভূত হয়েছিল; **অন্য**—অন্য; **সমস্ত**—সমস্ত; **সত্ত্বম্**—প্রাণীগণ।

অনুবাদ

হে সখি, দেবকীনন্দন কৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্পদ লাভ করে, বৃন্দাবন পৃথিবীর মহিমা বিস্তার করছে। গোবিন্দের বেণু শ্রবণ করে ময়ূরেরা যখন মত্ত হয়ে নৃত্য করে, তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য প্রাণীরা তাদের দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করছেন যে, যেহেতু এই শ্লোকে বর্ণিত ক্রিয়াসমূহ অন্য কোন জগতেই ঘটে না, তাই এই পৃথিবী অসামান্য। বাস্তবিকপক্ষে, অপূর্ব বৃন্দাবনের দ্বারাই এই পৃথিবীর গরিমা বিস্তারিত হচ্ছে কারণ এটি কৃষ্ণের লীলাভূমি।

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী মা যশোদাকে দেবকী নামেও উল্লেখ করা যায়—

দ্বে নাম্নী নন্দভার্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ।
অতঃ সখ্যমভূৎ তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ॥

"নন্দের ভার্যার দুটি নাম ছিল, যশোদা এবং দেবকীও। সুতরাং এটি স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি (নন্দপত্নী) শৌরির (বসুদেবের) পত্নী দেবকীর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলবেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করছেন—"বৃন্দাবনে ময়ূরেরা কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিল, 'গোবিন্দ, দয়া করে আমাদের নৃত্য করাও।' এভাবেই কৃষ্ণ তাঁর বেণু বাদন করলেন, আর ময়ূরেরা তাঁকে বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন করে তাঁর সুরের তালে তালে নৃত্য করছিল। আর তাদের নৃত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে তিনিও গান করলেন এবং নৃত্য করলেন। তখন যে সমস্ত ময়ূর তাঁর গীত-বাদ্য সম্পাদনে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছিল, তারা কৃতজ্ঞতাবশত তাঁর আনন্দের জন্য তাদের নিজেদের দিব্য পুচ্ছ তাঁকে নিবেদন করল। গীত-বাদ্য সম্পাদনকারীর স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ীই আনন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ সেই উপহারসমূহ গ্রহণ করে একটি পালককে তাঁর মস্তকের উপরে পাগড়ির চূড়ায় স্থাপন করলেন। শান্ত প্রাণীগণ, যেমন হরিণ ও ঘুঘু পাখিরা কৃষ্ণ নিবেদিত এই দিব্য আমোদপূর্ণ অনুষ্ঠানটি মহানন্দে আস্বাদন করেছিল এবং ভালভাবে তা দেখবার জন্য দলবদ্ধভাবে তারা সবাই পাহাড়ের চূড়ায় চলে গিয়েছিল। তার পর শ্বাসরোধকারী এই অনুষ্ঠান দর্শন করে, তারা ভাবাবেশে অভিভূত হল।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করছেন যে, বৃন্দাবনে যেহেতু কৃষ্ণ খালি পায়ে চলাফেরা করেন, তাই এভাবেই তাঁর পাদপদ্মের চিহ্নের দ্বারা পৃথিবীকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অঙ্কিত করেন, তার ফলে বৈকুণ্ঠ থেকেও এই অপ্রাকৃত ভূমি অধিক মহিমাময়, কারণ বিষ্ণু সেখানে পাদুকা পরিধান করেন।

শ্লোক ১১

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১১ ॥

ধন্যাঃ—কৃতার্থ, সৌভাগ্যবতী; **স্ম**—নিঃসন্দেহে; **মূঢ়গতয়ঃ**—অজ্ঞ পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করলেও; **অপি**—যদিও; **হরিণ্যঃ**—হরিণী; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **যাঃ**—যারা; **নন্দনন্দনম্**—নন্দ মহারাজের পুত্রকে; **উপাত্ত-বিচিত্র-বেশম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বেণুরণিতম্**—বংশীর ধ্বনি; **সহকৃষ্ণসারাঃ**—কৃষ্ণসার মৃগদের (তাদের পতিদের) সঙ্গে; **পূজাং দধুঃ**—তারা পূজা করেছিল; **বিরচিতাম্**—অনুষ্ঠিত; **প্রণয়-অবলোকৈঃ**—তাদের প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা।

অনুবাদ

এই নির্বোধ হরিণীরাই ধন্য কারণ তারা নন্দ মহারাজের পুত্রের সমীপবর্তী হয়েছে, যিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর বাঁশি বাজাচ্ছেন। বাস্তবিকই, কৃষ্ণসার মৃগ ও মৃগীগণ উভয়েই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের পূজা করছিল।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্যলীলা* ১৭/৩৬) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আচার্যগণের মতানুসারে গোপিকারা এভাবে ভাবছিলেন—"হরিণীরা তাদের পতিদের সঙ্গে কৃষ্ণের কাছে যেতে পারে কারণ হরিণদের কাছে কৃষ্ণ পরম প্রীতির বিষয়। কৃষ্ণের প্রতি তাদের অনুরাগের জন্য, তাদের পত্নীদেরও কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হতে দেখে তারা উৎসাহিত হয়ে ওঠে আর এভাবেই তাদের পারিবারিক জীবনকে সৌভাগ্যমণ্ডিত বিবেচনা করে। বাস্তবিকই, তাদের পত্নীদের কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে দেখে তারা আনন্দিত হয়ে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে অনুগমন করে তারা তাদের পত্নীদের ভগবানের কাছে যেতে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে, আমাদের পতিরা কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, আর তাঁর প্রতি তাদের ভক্তিহীনতার জন্যই তাঁর সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য তারা দাঁড়াতেও পারে না। সুতরাং আমাদের জীবনের কী মূল্য?"

শ্লোক ১২

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্ ।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে; **নিরীক্ষ্য**—নিরীক্ষণ করে; **বনিতা**—সকল রমণীর জন্য; **উৎসব**—একটি উৎসব; **রূপ**—যাঁর সৌন্দর্য; **শীলম্**—এবং চরিত্র; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর দ্বারা; **ক্বণিত**—নিনাদিত; **বেণু**—বংশীর; **বিবিক্ত**—স্বচ্ছ; **গীতম্**—সঙ্গীত; **দেব্যঃ**—দেবতাদের পত্নীগণ; **বিমান-গতয়ঃ**—তাঁদের বিমানগুলিতে ভ্রমণ করে; **স্মর**—কামদেবের দ্বারা; **নুন্ন**—বিক্ষুব্ধ; **সারাঃ**—তাঁদের হৃদয়; **ভ্রশ্যৎ**—স্খলিত হয়ে; **প্রসূন-কবরাঃ**—বেণীবন্ধন থেকে ফুলসকল; **মুমুহুঃ**—তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন; **বিনীব্যঃ**—তাদের কটিবসন শিথিল হয়ে।

অনুবাদ

কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও স্বভাব রমণীগণের নিকট উৎসব-স্বরূপ। বাস্তবিকই, দেবপত্নীগণ তাঁদের পতিগণের সঙ্গে বিমানে পরিভ্রমণকালে যখন তাঁকে এক পলক দর্শন করেন এবং তাঁর নিনাদিত বংশীগীত শ্রবণ করেন, তখন কামদেবের দ্বারা তাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়, আর তাঁরা এতই মোহাচ্ছন্ন হন যে, তাঁদের বেণীবন্ধন থেকে ফুলগুলি খসে পড়ে এবং তাঁদের কটিবস্ত্র শিথিল হয়ে যায়।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলছেন—"(এই শ্লোকটি ইঙ্গিত করছে যে,) শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির অপ্রাকৃত ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। তা ছাড়া, এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, আকাশে বিচরণকারী বিভিন্ন রকমের বিমান সম্বন্ধে গোপিকারা জানতেন।"

প্রকৃতপক্ষে, এমন কি তাঁদের পতিগণের কোলে বসে থাকার সময়েই দেবপত্নীরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বিচলিত হয়েছিলেন। তাই গোপিকারা ভেবেছিলেন যে, কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়জনিত আবেগে আকর্ষিত হবার জন্য শুধু তাঁদেরই দায়ী করা উচিত নয়। যতই হোক, কৃষ্ণ তাঁদের নিজেদের গ্রামের গোপবালক আর তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁদের প্রেমের বিষয়। দেব-পত্নীরাই যদি কৃষ্ণের জন্য মত্ত হয়ে ওঠেন, তা হলে কৃষ্ণের নিজের গ্রামের সেই সামান্য মর্ত্যবাসী গোপবালিকারা যাদের চিত্ত তাঁর প্রেমময় কটাক্ষ ও বংশীধ্বনিতে সম্পূর্ণ বশীভূত, তারা কিভাবে তাঁকে অগ্রাহ্য করে থাকতে পারে?

গোপীরা আরও ভেবেছিলেন যে, দেবতারা কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্ত্রীদের আকর্ষণ লক্ষ্য করলেও তাঁরা ঈর্ষান্বিত হননি। প্রকৃতপক্ষে দেবতারা অত্যন্ত মার্জিত সংস্কৃতিবান ও বুদ্ধিমান, তাই তাঁরা যখন বিমানে বিচরণ করতেন, তখন কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য নিয়মিতভাবে তাঁদের পত্নীদের সঙ্গে নিতেন। গোপীরা ভেবেছিলেন, "অথচ, আমাদের স্বামীরা ঈর্ষাপরায়ণ। তাই নিকৃষ্ট হরিণেরাও আমাদের চেয়ে সুখী, আর দেব-পত্নীরাও অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী অথচ মাঝখানে থেকে আমরা সামান্য মানুষেরা অত্যন্ত হতভাগ্য।"

শ্লোক ১৩

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্
গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ১৩ ॥

গাবঃ—গাভীরা; **চ**—এবং; **কৃষ্ণ-মুখ**—শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে; **নির্গত**—নির্গত; **বেণু**—বংশীর; **গীত**—সঙ্গীতের; **পীযূষম্**—অমৃত; **উত্তভিত**—উত্তোলিত; **কর্ণ**—তাদের কর্ণের দ্বারা; **পুটৈঃ**—পাত্ররূপে যা ক্রিয়া করছিল; **পিবন্ত্যঃ**—পান করতে করতে; **শাবাঃ**—গোবৎসগণ; **স্নুত**—ক্ষরিত; **স্তন**—তাদের স্তন থেকে; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **কবলাঃ**—যাদের মুখ পূর্ণ; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **তস্থুঃ**—স্থিরভাবে অবস্থান করছিল; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **আত্মনি**—তাদের হৃদয়ের মধ্যে; **দৃশা**—তাদের দৃষ্টির দ্বারা; **অশ্রু-কলাঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **স্পৃশন্ত্যঃ**—স্পর্শ করে।

অনুবাদ

তাদের উত্তোলিত কানগুলিকে পাত্রের মতো ব্যবহার করে, গাভীরা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বংশীগীতের সুধামৃত পান করছে। গোবৎসরা তাদের মায়ের স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ মুখে পূর্ণ করে স্থিরভাবে অবস্থান করছে যেন অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারা গোবিন্দকে তাদের অন্তরে গ্রহণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করছে।

শ্লোক ১৪

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৪ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়; **বত**—নিশ্চয়ই; **অম্ব**—হে মাতা; **বিহগাঃ**—পক্ষীসকল; **মুনয়ঃ**—মহান মুনিগণ; **বনে**—বনে; **অস্মিন্**—এই; **কৃষ্ণ-ঈক্ষিতম্**—কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য; **তৎ-উদিতম্**—তাঁর দ্বারা সৃষ্ট; **কল-বেণু-গীতম্**—মধুর বংশীধ্বনি; **আরুহ্য**—আরূঢ় হয়ে; **যে**—যারা; **দ্রুম-ভুজান্**—বৃক্ষসমূহের শাখায়; **রুচির-প্রবালান্**—মনোহর লতা-পল্লবযুক্ত; **শৃণ্বন্তি**—তারা শ্রবণ করে; **মীলিত-দৃশঃ**—তাদের চোখ বন্ধ করে; **বিগত-অন্য-বাচঃ**—অন্যান্য সকল শব্দ পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

হে মাতা, এই বনে সকল পক্ষী কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অপূর্ব বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হয়েছে। চোখ বন্ধ করে তারা কেবলমাত্র নিঃশব্দে তাঁর মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করছে এবং অন্য কোনও শব্দেই তারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্ত পক্ষী নিশ্চিতরূপে মহান মুনিগণের সমান স্তরে রয়েছে।

তাৎপর্য

পাখিরা মুনিদের সমতুল্য কারণ তারা বনে বাস করে, তাদের চোখ বন্ধ করে রাখে, নীরবতা পালন করে এবং নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখানে বলা হয়েছে যে, মহান মুনি-ঋষিরাও কৃষ্ণের বংশীধ্বনি যা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় শব্দতরঙ্গ তাতে উন্মত্ত হয়ে পড়েন।

রুচিরপ্রবালান্ শব্দটি বোঝায় যে, কৃষ্ণের বংশী-গীতের তরঙ্গাঘাতে বৃক্ষের শাখাসমূহেরও ভাবান্তর হয়েছিল। আদি দেবরূপে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করেন এবং সঙ্গীত বিজ্ঞানে তাঁদের গভীর জ্ঞানও রয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত মহান ব্যক্তিরাও কখনও কৃষ্ণের বংশীনির্গত সঙ্গীত শ্রবণ করেননি বা রচনাও করেননি। প্রকৃতপক্ষে, সেই আনন্দময় ধ্বনিতে পক্ষীদের হৃদয় এতই স্পর্শ করেছিল যে, ভাবোচ্ছ্বাসে তারা তাদের চক্ষু মুদিত করে এবং গাছ থেকে যাতে পড়ে না যায়, সেই জন্য তারা বৃক্ষশাখাকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, গোপীরা কখনও পরস্পরকে অম্ব অর্থাৎ 'মাতা' বলে সম্বোধন করতেন।

শ্লোক ১৫

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীতম্
আবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারের্
গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥ ১৫ ॥

নদ্যঃ—নদীগুলি; **তদা**—তখন; **তৎ**—সেই; **উপধার্য**—শ্রবণ করে; **মুকুন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **গীতম্**—তাঁর বংশীর গীত; **আবর্ত**—তাদের ঘূর্ণিস্রোতের দ্বারা; **লক্ষিত**—প্রকাশিত; **মনঃ-ভাব**—তাদের মাধুর্যমণ্ডিত বাসনার দ্বারা; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **বেগাঃ**—তাদের স্রোতগুলি; **আলিঙ্গন**—তাদের আলিঙ্গনের দ্বারা; **স্থগিতম্**—নিশ্চল ধারণ করেছিল; **ঊর্মি-ভুজৈঃ**—তাদের তরঙ্গরূপ বাহুর দ্বারা; **মুরারেঃ**—ভগবান মুরারির; **গৃহ্ণন্তি**—তারা ধারণ করল; **পাদ-যুগলম্**—পাদপদ্ম-যুগলকে; **কমল-উপহারাঃ**—পদ্মফুলের উপহার বহন করে।

অনুবাদ

নদীগুলি যখন কৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের হৃদয় তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে এবং এভাবেই তাদের স্রোতের বেগ ভঙ্গ হয়ে ঘূর্ণাবর্তরূপে জল বিক্ষোভিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের তরঙ্গরূপ বাহুর দ্বারা নদীগুলি মুরারির চরণকমল আলিঙ্গন করে এবং তা ধারণ করে পদ্ম ফুলের উপহার নিবেদন করে।

তাৎপর্য

যমুনা এবং মানস-গঙ্গার মতো জলের এই প্রকার পবিত্র দেহগুলিও বংশীধ্বনিতে বিমুগ্ধ হয় এবং এভাবেই তারা অল্পবয়স্ক কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী আকর্ষণের দ্বারা বিচলিত হয়ে ওঠে। গোপীরা তাই ইঙ্গিত করছেন যে, বিভিন্ন ধরনের জীবেরাই কৃষ্ণের প্রতি মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমে অভিভূত হন, তা হলে কৃষ্ণের প্রতি মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমে সম্পর্কিত হয়ে তাঁকে সেবা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্য গোপীরা কেন নিন্দিত হবেন?

শ্লোক ১৬

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্ ।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥ ১৬ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **আতপে**—প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের মধ্যে; **ব্রজ-পশূন্**—ব্রজের গৃহপালিত পশুগণ; **সহ**—সঙ্গে; **রাম-গোপৈঃ**—শ্রীবলরাম ও গোপবালকগণ; **সঞ্চারয়ন্তম্**—একত্রে গোচারণরত; **অনু**—বারংবার; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **উদীরয়ন্তম্**—জোরে বাদনরত; **প্রেম**—প্রেমবশত; **প্রবৃদ্ধঃ**—বিস্তারিত; **উদিতঃ**—উপরে উদিত হয়ে; **কুসুম-আবলীভিঃ**—(জলীয় বাষ্পের বিন্দু বিন্দু ফোঁটাসহ, যা দেখতে ঠিক) পুষ্পরাশি; **সখ্যুঃ**—তার সখার জন্য; **ব্যধাৎ**—সে নির্মাণ করল; **স্ব-বপুষা**—তার নিজের দেহের দ্বারা; **অম্বুদঃ**—মেঘ; **আতপত্রম্**—একটি ছাতা।

অনুবাদ

প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের মধ্যেও, বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পশুগুলিকে চরাতে চরাতে অনবরত তাঁর বংশীধ্বনি করছেন। তা দর্শন করে, আকাশের মেঘ প্রেমবশত নিজেকে বিস্তার করেছে। সে উঁচুতে উঠে গিয়ে নিজ দেহের অসংখ্য পুষ্পসদৃশ জলবিন্দু দ্বারা তার সখার জন্য একটি ছত্র নির্মাণ করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—"শরতের সূর্য-কিরণের প্রখর উত্তাপ মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে, আর তাই কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁদের সখারা যখন তাঁদের বাঁশি বাজাতে থাকেন, তখন তাঁদের উপরে আকাশের মেঘরাশি সহানুভূতি সহকারে আবির্ভূত হয়। কৃষ্ণের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের জন্য মেঘমালা তাঁদের মাথার উপরে একটি স্নিগ্ধ ছাতার মতো সেবা করতে থাকে।"

শ্লোক ১৭

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন ।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ১৭ ॥

পূর্ণাঃ—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **পুলিন্দ্যঃ**—শবর উপজাতির পত্নীগণ; **উরুগায়**—শ্রীকৃষ্ণের; **পদ-অব্জ**—পাদপদ্ম থেকে; **রাগ**—ঈষৎ লাল বর্ণের; **শ্রীকুঙ্কুমেন**—অপ্রাকৃত কুঙ্কুমের দ্বারা; **দয়িতা**—তাঁর প্রিয়াগণের; **স্তন**—স্তন; **মণ্ডিতেন**—সুশোভিত; **তৎ**—তা; **দর্শন**—দর্শনের দ্বারা; **স্মর**—কামদেবের; **রুজঃ**—বেদনা অনুভব করে; **তৃণ**—ঘাসের উপর; **রূষিতেন**—সংলগ্ন; **লিম্পন্ত্যঃ**—লেপন করে; **আনন**—তাদের মুখে; **কুচেষু**—এবং স্তনে; **জহুঃ**—তারা পরিত্যাগ করেছিল; **তৎ**—সেই; **আধিম্**—মনোব্যথা।

অনুবাদ

বৃন্দাবন অঞ্চলের শবর রমণীরা যখন ঈষৎ লাল বর্ণের কুমকুমের দ্বারা চিহ্নিত তৃণ দর্শন করে, তখন তারা কামে পীড়িত হয়ে বিচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের বর্ণে গুণান্বিত এই কুমকুম প্রথমে তাঁর প্রিয়াগণের স্তনে অনুলিপ্ত ছিল, আর শবর রমণীরা যখন তাদের মুখে ও স্তনে তা লেপন করে, তখন তাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা তারা পরিত্যাগ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে বিশ্লেষণ করছেন—"শবর রমণীরাও কৃষ্ণের পাদস্পর্শে রঞ্জিত বৃন্দাবনের রজ তাদের মুখে এবং স্তনযুগলে লেপন করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। শবর রমণীদের স্তনযুগল ছিল অত্যন্ত সুডৌল এবং তাঁরা অত্যন্ত কামুক, কিন্তু তাঁদের প্রেমিকেরা যখন তাদের স্তন স্পর্শ করত, তখন তাঁরা তেমন পরিতৃপ্ত হত না। বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁরা দেখলেন যে, কৃষ্ণের পরিভ্রমণকালে বৃন্দাবনের কিছু পাতা ও তৃণগুল্ম শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শে রক্তিম হয়ে উঠেছে। গোপিকারা কুমকুমের দ্বারা রঞ্জিত তাঁদের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল ধারণ করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ যখন বলরাম ও তাঁর গোপবালকদের সঙ্গে বৃন্দাবনের অরণ্যে ভ্রমণ করতেন, তখন বৃন্দাবনের অরণ্যের ভূমিতে সেই কুমকুম পতিত হত। তাই কামার্তা শবরীরা যখন বাঁশি বাদনরত কৃষ্ণের প্রতি অবলোকন করার সময়ে ভূমিতে পতিত সেই কুমকুম দেখতে পেত, তখন তৎক্ষণাৎ তা তুলে নিয়ে তাদের মুখে ও স্তনে লেপন করত। এভাবেই তারা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছিল, যদিও তাদের প্রেমিকরা যখন তাদের স্তন স্পর্শ করত, তখন তারা পরিতৃপ্ত হত না। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনার সংস্পর্শে আসে, তখন জড় কামনাযুক্ত তার সমস্ত বাসনাই তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্ত হয়।"

শ্লোক ১৮

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্ রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ১৮ ॥

হন্ত—আহা; **অয়ম্**—এই; **অদ্রিঃ**—পর্বত; **অবলাঃ**—হে সখীগণ; **হরিদাসবর্যঃ**—শ্রীহরির সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যেহেতু; **রামকৃষ্ণ-চরণ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীপাদপদ্মের; **স্পরশ**—স্পর্শের দ্বারা; **প্রমোদঃ**—আনন্দ; **মানম্**—সমাদর; **তনোতি**—নিবেদন করছে; **সহ**—সহ; **গোগণয়োঃ**—গাভী, গোবৎস ও গোপবালকগণ; **তয়োঃ**—তাঁদের (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে); **যৎ**—যেহেতু; **পানীয়**—পানীয় জল; **সূযবস**—অত্যন্ত কোমল ঘাস; **কন্দর**—গুহাসমূহ; **কন্দমূলৈঃ**—ও কন্দমূলাদির দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্তগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ! হে সখীগণ, এই পর্বত গোবৎস, গাভী ও গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীয় জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস, গুহা, ফল, ফুল ও শাক-সবজি—সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করার ফলে গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হচ্ছে।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্যলীলা* ১৮/৩৪) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোবর্ধন পর্বতের ঐশ্বর্য এভাবে বর্ণনা করছেন—*পানীয়* বলতে গোবর্ধনের সুরভিত, শীতল ঝর্ণার জলকে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কৃষ্ণ ও বলরাম পান করেন এবং তাঁদের চরণ ও মুখ ধৌত করার জন্য ব্যবহার করেন। গোবর্ধন অন্যান্য পানীয়ও প্রদান করে থাকে, যেমন মধু, আম্ররস ও পীলুরস। *সুযবস* শব্দের দ্বারা দুর্বা ঘাসকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা ধর্মীয় অর্ঘ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। গোবর্ধনে ঘাসও রয়েছে যা সুগন্ধযুক্ত, কোমল এবং গাভীদের পুষ্টিসাধনে ও অতিরিক্ত দুগ্ধ উৎপাদনে সহায়ক। এভাবেই এই ঘাস অপ্রাকৃত পশুপালদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। *কন্দর* গুহাকে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁদের সখারা খেলা করেন, বসেন এবং শয়ন করেন। যখন আবহাওয়া অত্যন্ত গরম কিংবা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অথবা যখন বৃষ্টিপাত হয়, তখন এই গুহাগুলি আনন্দ দান করে। তা ছাড়া খাবারের জন্য নরম মুল, দেহ অলঙ্কৃত করার জন্য রত্ন, বসবার জন্য সমতল ভূমি, মসৃণ পাথরের প্রদীপ ও আয়না, চকমকে দ্যুতিসম্পন্ন জল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানসমূহও গোবর্ধনের বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ১৯

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ১৯ ॥

গাঃ—গাভীগণ; **গোপকৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **অনু-বনম্**—প্রতিটি বনে; **নয়তোঃ**—চারণকালে; **উদার**—উদার; **বেণু-স্বনৈঃ**—ভগবানের বংশীধ্বনির দ্বারা; **কল-পদৈঃ**

—মধুর স্বরে; **তনু-ভৃৎসু**—প্রাণীগণের মধ্যে; **সখ্যঃ**—হে সখীগণ; **অস্পন্দনম্**—স্পন্দনহীন; **গতি-মতাম্**—গতিশীল প্রাণীর; **পুলকঃ**—ভাবজনিত উল্লাস; **তরূণাম্**—অন্যভাবে স্থাবর বৃক্ষসমূহের; **নির্যোগ-পাশ**—গাভীগণের পিছনের পাদবন্ধন রজ্জু; **কৃত-লক্ষণয়োঃ**—বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐ দুজনের (কৃষ্ণ ও বলরামের); **বিচিত্রম্**—বিচিত্র।

অনুবাদ

প্রিয় সখীগণ, গাভীদের অগ্রে চারণা করে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাঁদের গোপবালক সখাদের সঙ্গে বনের ভিতর দিয়ে গমন করেন, তখন তাঁরা দুগ্ধ দোহনের সময় গাভীদের পিছনের পা বন্ধনকারী রজ্জু বহন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বংশী বাজান, তখন সেই মধুর ধ্বনিতে গতিশীল প্রাণীসকল মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং গতিহীন বৃক্ষসকল ভাবোচ্ছ্বাসে কম্পিত হতে থাকে। এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অতি বিচিত্র।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও বলরাম কখনও কখনও তাঁদের গোচারণের রজ্জুগুলি তাঁদের মাথায় পরিধান করতেন এবং কখনও কখনও সেগুলি তাঁদের স্কন্ধে বহন করতেন, আর এভাবেই গোপবালকদের সকল সাজসরঞ্জামের দ্বারা তাঁরা সুন্দরভাবে সজ্জিত হতেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামের রজ্জুগুলি হলুদ কাপড়ে তৈরি এবং তাদের উভয় প্রান্তে মুক্তাগুচ্ছ ছিল। কখনও কখনও তাঁরা এই রজ্জুগুলি তাঁদের পাগড়ির চারদিকে পরিধান করেন, তার ফলে রজ্জুগুলিও তাদের বিচিত্র সজ্জা হয়ে উঠত।

শ্লোক ২০

এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ২০ ॥

এবম্-বিধাঃ—এই প্রকার; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যাঃ**—যা; **বৃন্দাবন-চারিণঃ**—যিনি বৃন্দাবনের বনে বিচরণ করছিলেন; **বর্ণয়ন্ত্যঃ**—বর্ণনায় নিয়োজিত; **মিথঃ**—পরস্পরের মধ্যে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **ক্রীড়াঃ**—লীলাসমূহ; **তৎ-ময়তাম্**—তাঁর উপর ভাবময়ী ধ্যানে পূর্ণতা; **যযুঃ**—তাঁরা প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

এভাবেই বৃন্দাবনের বনে বিচরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের ক্রীড়াময় লীলাসমূহ পরস্পরের প্রতি বর্ণনা করতে করতে গোপীগণ তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, যে কোনওভাবেই হোক সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই মগ্ন থাকতে হবে—"এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গোপিকাদের আচরণের মধ্যে জ্বলন্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে, ব্রজগোপিকারা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন, তাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। ব্রজগোপিকারা অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেননি; তাঁরা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাও আবার বড় বণিক সম্প্রদায়ে নয়, সাধারণ গোপ পরিবারে। তাঁরা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তবে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে তাঁরা সব রকমের জ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন। গোপীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকা।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'গোপীগণের কৃষ্ণের বংশীধ্বনির মহিমা কীর্তন' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।